Rub.671

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 SEP 1996
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩

048

শিক্ষাঙ্গন

নকলে, কার কি?

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে অনেক কিছুই ঘটছে। তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ও বহুল আলোচিত বিষয়টি হচ্ছে নকল। পরীক্ষা দিতে গিয়ে কেউ নকল করছে, কেউ নকল সরবরাহ করছে। কেউবা নকলে বাধা দিচ্ছে। এর সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক তো আছেই— তাছাড়া আরো আছে প্রশাসক ও পুলিশ এর পেছনের পটভূমিতে থাকে শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সর্বোপরি দেশের সরকার। এই পরিমণ্ডলে চলে নকল। শিক্ষাক্ষেত্রে 'নকল' অর্থ একটা লেখা দেখে অন্য একটা কাগজে লেখা। যা যে লেখেনি এর আগে পড়েওনি। জানেও না ঐ কথাগুলোর অর্থ কি? পরীক্ষার ক্ষেত্রে নকল অর্থ শিক্ষক কিংবা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জ্ঞানের পরিমাণ জানার জন্য যে সকল প্রশ্ন করে ছাত্রদের সেই সব প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। ভালভাবে পড়াশুনা না থাকলে তারা প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ছাত্ররা পরীক্ষায় ফেল করে। যে ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনাও করেনি, বিষয়টি জানেও না অথচ পরীক্ষায় না পড়ে না জেনে পাস করতে চায় তারাই পরীক্ষায় বই খুলে দেখে দেখে উত্তরপত্রে লেখে এটাকেই বলা হয় নকল করা বা 'নকল'।

শিক্ষা বিষয়ক আইনে না পড়ে, না জেনে নকল করে পরীক্ষায় পাস করার চেষ্টা করা বে-আইনী। বিজ্ঞজন মনে করেন এটা আত্ম-পরতারণা বা আত্মহননের সমান। সুতরাং আত্মপ্রতারণা বা আত্মহনন কোনটাই মানবিক বা ন্যায়সঙ্গত নয়। এবং সঙ্গত নয় বলেই ছাত্র-ছাত্রীরা নকল করতে গেলে পরীক্ষককরা বা শিক্ষকরা বাধা দেন, যেমন বিষ খেয়ে, গলায় ফাঁসি দিয়ে মরতে গেলে বাধা দেন আত্মজন, পিতা মাতা ও পুলিশরা। এই বাধাদান ব্যর্থ হলেই ঘটে অঘটন। ছাত্র-শিক্ষকে মারামারি, পুলিশের সঙ্গে ইটাইটি বা পিটাপিটি, টিয়ার গ্যাস, গ্রেফতার, জেলহাজত আর ডিটেনশন। হল ত্যাগ, পরীক্ষা বন্ধ।

এখন প্রশ্ন হলো, পড়াশুনা না করে, বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ অবহিত না হয়ে নকল করে পরীক্ষা পাস করা কি সত্যি বে-আইনী হওয়া উচিত? নকলপ্রবণ ছাত্র-ছাত্রী যারা এ প্রশ্নের জবাবে তারা একবাক্যে বলবে, না, বে-আইনী হওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু যারা লেখাপড়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনপ্রবণ তারা বলবে, হ্যাঁ, ওটা বে-আইনী হওয়া উচিৎ। কিন্তু কেন? বিশেষজ্ঞগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বই-পুস্তক, সভা-সমিতি এবং বক্তৃা-বিবৃতিতে বলে থাকেন, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানুষের মৌলিক অধিকার। এর কোনটাই মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, এই সব মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে যেয়েই বহু রাজা বাদশাহ ও জেনালের ক্ষমতা হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছেন। তাহলেই বিষয়টি পরিষ্কার যে, শিক্ষক বা জ্ঞান মানুষের মৌলিক অধিকারভুক্ত। এই মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই দেশে দেশে হয়েছে, আন্দোলন বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ। তাই যদি হয় তাহলে কারো কি উচিৎ মৌলিক অধিকার পরিত্যাগ করা? কারো কি উচিৎ লেখাপড়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন না করে আপন আপন মৌলিক অধিকার হারিয়ে ফেলা? যদি তা না হয় তাহলে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার পরিত্যাগ করতে এত উৎসাহিত কেন? আপন অধিকার হারানোর প্রবণতা কি কোন জাতির জন্য শুভ লক্ষণ?

এ প্রসঙ্গে আমাদের আরো প্রশ্ন আছে, আরো আছে উত্তর। কিন্তু তা আজ আর নয়। বারান্তরে আমরা এ বিষয়ে আরো লিখব। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেউ উৎসাহবোধ করেন তবে তিনিও লিখতে পারেন।

—দাউদ খশরু